গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ারলেভেল-০৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড,রমনা,ঢাকা-১০০০
www.dme.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক: নং-৫৭.২৫.০০০০.০০৩.০২.০২১(জন্ম শং:).১৭-৪৫০ তারিখ:০২.০৭.২০১৮খ্রি.।

বিষয়: এমপিওভুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি মাদরাসার অধ্যক্ষগণ কর্তৃক এ অধিদপ্তরে দাখিলকৃত আবেদনের আলোকে এমপিও শীটে বিদ্যমান তাঁদের (অধ্যক্ষ) জন্ম তারিখ সংশোধনীর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- শিম/শাঃ২৪/বিবিধ-২-৮/২০০৮ (অংশ)/২৭৪ তারিখ:০৯.০৯.২০১৫খ্রি.।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জানানো যাচ্ছে যে, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন নিম্নোক্ত এমপিওভুক্ত বিভিন্ন বেসরকারী মাদরাসার অধ্যক্ষদের এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ সংশোধনের নিমিত্ত স্ব-স্ব মাদরাসার অধ্যক্ষগণ কর্তৃক (সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে) এ অধিদপ্তরে আবেদন দাখিল করা হয়েছে।

০২.দাখিলকৃত আবেদন ও আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্যাদি এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ পর্যালোচনান্তে যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	নাম ও প্রতিষ্ঠানরে ঠিকানা	ডকেট নং ও প্রাপ্তির তারিখ	এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ	জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ	পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত
০১.	মো: নুরুল আমিন, অধ্যক্ষ,(ইনডেক্স নং-০২৬৭০৬), চরবাটা ইসলামিয়া আলিম মাদরাস, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।	৮৪৮৯ ২১.০৮.২০১৭	০২.০৬.১৯৬২	০১.০৩.১৯৬৩	০১.জনাব মো: নুরুল আমিন এর এমপিও শীটে তাঁর (মো: নুরুল আমিন) জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬২ খ্রি: মুদ্রিত হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬৩ খ্রি: উল্লিখিত হয়েছে। ০২. এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (০১.০৩.১৯৬২) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (০১.০৩.১৯৬৩) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬৩ হিসেবে সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর (জনাব মো: নুরুল আমিন) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর (জনাব মো: নুরুল আমিন) জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬২ মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৮-২০১৭) ১৯ বছরে জনাব মো: নুরুল আমিন কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪. এখানে উল্লেখ্য যে, চরবাটা ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে জনাব মো: নুরুল আমিনের নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারী এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে। ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান তাঁর (জনাব মো: নুরুল আমিন) জন্ম তারিখটি সম্পর্কে অধ্যক্ষ হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং জেনে-বুঝে ও সজ্ঞানে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের (০১.০৩.১৯৬২) ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বৎসর যাবৎ এমপিও উত্তোলন করে আসছেন বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি (০১.০৩.১৯৬২) সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব নুরুল আমিন এমপিও উত্তোলন করছেন মর্মে প্রমাণিত হয়। ০৬. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষণা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন , তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না "।** অর্থাৎ যা স্বাক্ষ্য আইন

					অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে। ০৭.একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জনাব মো: নুরুল আমিন এর জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬২ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর (জনাব মো: নুরুল আমিন) জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬২ মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮. যেহেতু নিজের ১৯ বৎসরের কার্যকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি (সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে) সঠিক আছে মর্মে প্রমাণিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মো: নুরুল আমিন তাঁর এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬২ মর্মে অস্বীকার করতে পারেন না (স্বাক্ষ্য আইনের estoppel এর বিধান মতে)। **সিদ্ধান্ত: উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (০১.০৩.১৯৬৩) অনুযায়ী তাঁর (জনাব মো: নুরুল আমিন) জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।**
০২.	মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল), অধ্যক্ষ (ইনডেক্স নং-০৬৩৯৭২), হোগলপাতি নেছারিয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসা, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।	১০,০০০ ১২.০৯.২০১৭	০১.০১.১৯৫৮	০১.০৯.১৯৫৮	০১.মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল (ইনডেক্স নং-০৬৩৯৭২) এর এমপিও শীটে তাঁর (জনাব মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল) জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ খ্রি: মুদ্রিত হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ ০১.০৯.১৯৫৮ খ্রি: উল্লিখিত হয়েছে। ০২. এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (০১.০১.১৯৫৮) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (০১.০৯.১৯৫৮) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০৯.১৯৫৮ হিসেবে সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর (জনাব মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর (জনাব মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল) জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৮-২০১৭) ১৯ বছরে জনাব মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪. এখানে উল্লেখ্য যে, হোগলপাতি নেছারিয়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে জনাব মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইলের নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে। ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান তাঁর (জনাব মো: আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল) জন্ম তারিখটি সম্পর্কে অধ্যক্ষ হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ১৯ বৎসর যাবৎ এমপিও উত্তোলন করে আসছেন বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মো:আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল এমপিও উত্তোলন করছেন মর্মে প্রমাণিত হয়। ০৬. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষণা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন , তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না "। অর্থাৎ যা স্বাক্ষ্য আইন**

					অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে। ০৭. একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর (জনাব আবু জাফর মো: আলা উদ্দীন) জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮. যেহেতু নিজের ১৯ বৎসরের কার্যকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি (সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে) সঠিক আছে মর্মে প্রমাণিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব আবু জাফর মো: আলা উদ্দীন তাঁর এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ অস্বীকার করতে পারেন না (স্বাক্ষ্য আইনের **estoppel** এর বিধান মতে)। **সিদ্ধান্ত: উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (০১.১০.১৯৫৮) অনুযায়ী তাঁর** জনাব আবু জাফর মো: আলা উদ্দীন) **জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।**
০৪. ০৬.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, অধ্যক্ষ (ইনডেক্স নং-৩২৯৭৩১), বরাট আকিরন নেছা ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, সদর, রাজবাড়ী।	৭৬২৯ ০২.০৮.২০১৭	০১.০৩.১৯৫৭	০১.০১.১৯৫৯	০১. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের এর এমপিও শীটে তাঁর (জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের) জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৫৭ খ্রি: মুদ্রিত হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৯ খ্রি: উল্লিখিত হয়েছে। ০২. এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (০১.০৩.১৯৫৭) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (০১.০১.১৯৫৯) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৯ হিসেবে সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর (জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর (জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের) জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৫৭ মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৭-২০১৮) ২১ বছরে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪. এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, বরাট আকিরন নেছা ইসলামিয়া আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারী এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে। ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান তাঁর (জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের) জন্ম তারিখটি সম্পর্কে অধ্যক্ষ হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ২১ বৎসর যাবৎ এমপিও উত্তোলন করে আসছেন বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের এমপিও উত্তোলন করছেন মর্মে প্রমাণিত হয়। ০৬. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষণা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন , তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না "। অর্থাৎ যা স্বাক্ষ্য আইন**

					অনুযায়ী **estoppel** এর আওতায় পড়ে। ০৭. একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল থাকা সত্বেও দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর (জনাব মোঃ আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল) এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ অস্বীকার করতে পারেন না (স্বাক্ষ্য আইনের **estoppel** এর বিধান মতে)। ০৮. যেহেতু নিজের ১৯ বৎসরের কার্যকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি (সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে) সঠিক আছে মর্মে প্রমাণিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মোঃ নুরুল আমিন তাঁর এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৬২ মর্মে অস্বীকার করতে পারেন না (স্বাক্ষ্য আইনের **estoppel** এর বিধান মতে)। **সিদ্ধান্তঃ উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ** (০১.০৯.১৯৫৮) **অনুযায়ী তাঁর** (মোঃ আবুল আতিক মোহাম্মদ ইসমাইল) **জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।**
~~০৩.~~ ০৪.	জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন,অধ্যক্ষ (ইনডেক্স নং-০৮৫১৩৯), উত্তম জাফরগঞ্জ ফাজিল মাদরাসা,সদর,রংপুর।	৭৬৭১ ০২.০৮.২০১৭	০১.০১.১৯৫৮	০১.১০.১৯৫৮	০১.জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন এর এমপিও শীটে তাঁর (জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন) জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ খ্রিঃ মুদ্রিত হয়ে আসছে। অপরদিকে দাখিলকৃত আবেদনের সাথে সংযুক্ত তাঁর জন্ম তারিখ প্রমাণক দাখিল সনদে জন্ম তারিখ ০১.১০.১৯৫৮ খ্রিঃ উল্লিখিত হয়েছে। ০২. এমপিও শীটে মুদ্রিত জন্ম তারিখ (০১.০১.১৯৫৮) ও দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ (০১.১০.১৯৫৮) ভিন্ন হওয়ায় দাখিল সনদ অনুযায়ী এমপিও শীটে তাঁর জন্ম তারিখ ০১.১০.১৯৫৮ হিসেবে সংশোধনের জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। ০৩. আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজ-পত্র ও তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জন্ম তারিখ সম্বলিত তাঁর (জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন) ১ম এমপিও শীট ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই এমপিও শীটে তাঁর (জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন) জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৮ মুদ্রিত হয়ে আসছে যা অদ্যাবধি অব্যহত আছে। এ দীর্ঘ (১৯৯৭-২০১৭) ২০ বছরে জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন কর্তৃক তাঁর জন্ম তারিখ সংশোধনের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণক দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ০৪. এখানে উল্লেখ্য যে, জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন, উত্তম জাফরগঞ্জ ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর নিজের এবং উক্ত মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারী এমপিও শীট তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং এমপিও শীটের মাধ্যমে ব্যাংক হতে এমপিও উত্তোলন করা হয়ে থাকে। ০৫. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক এমপিও শীটে সংশ্লিষ্ট মাদরাসার সকল শিক্ষক কর্মচারীর জন্ম তারিখ রয়েছে। ফলে এমপিও শীটে বিদ্যমান তাঁর (জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন) জন্ম তারিখটি সম্পর্কে অধ্যক্ষ হিসেবে সম্মক অবগত আছেন এবং এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখের ভিত্তিতেই দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ এমপিও উত্তোলন করে আসছেন বিধায় এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি সঠিক মর্মে স্বীকৃতি দিয়ে জনাব আবু জাফর মোঃ আলা উদ্দীন এমপিও উত্তোলন করছেন মর্মে প্রমাণিত হয়। ০৬. এখানে আরো উল্লেখ্য যে, স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে **"যখন এক ব্যক্তি তাহার ঘোষণা, কার্য বা কার্য বিরতির দ্বারা স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে কিছু সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন বা বিশ্বাস করিতে দিয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করিতে দিয়াছেন , তখন উহাদের মধ্যে বা উহাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কোন মামলায় প্রথমোক্ত ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ের সত্যতা অস্বীকার করতে পারবেন না "।** অর্থাৎ যা স্বাক্ষ্য আইন

					অনুযায়ী estoppel এর আওতায় পড়ে। ০৭. একজন প্রতিষ্ঠান প্রধান হিসেবে তাঁর কাছে এমপিও শীট সংরক্ষিত থাকে। সে মতে এমপিও শীটে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের এর বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৫৭ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ জন্ম তারিখ সংশোধন করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় এটা স্পষ্ট হয় যে, তাঁর (জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের) জন্ম তারিখ ০১.০৩.১৯৫৭ মর্মে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ০৮. যেহেতু নিজের ১৯ বৎসরের কার্যকলাপ দ্বারা এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখটি (সংশোধনের উদ্যোগ না নিয়ে) সঠিক আছে মর্মে প্রমাণিত করেছেন সেহেতু স্বাক্ষ্য আইনের ১১৫ ধারা মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের তাঁর এমপিও শীটে বিদ্যমান জন্ম তারিখ ০১.০১.১৯৫৭ অস্বীকার করতে পারেন না (স্বাক্ষ্য আইনের **estoppel** এর বিধান মতে)। **সিদ্ধান্তঃ উপরিউক্ত মতে দাখিল সনদে উল্লিখিত জন্ম তারিখ** (০১.০১.১৯৫৯) **অনুযায়ী তাঁর** (জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাদের) **জন্ম তারিখ সংশোধন বিষয়ক আবেদন নামঞ্জুর করা হলো।**

০৩. সংশোধনীর নিমিত্ত আবেদনকারীদের দাখিলকৃত আবেদনের বিষয়ে উপরে বর্ণিত পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

০৪. এমতাবস্থায় পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত কলামে বর্ণিত সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতির জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

02.07.18

(মো: আফাজ উদ্দীন)
সহকারী পরিচালক (সর: ও সিনি: মাদরাসা)
মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোন নং-৪১০৩০১৬৭
ই-মেইল-dgdmeb@gmail.com

জেলা শিক্ষা অফিসার:-নোয়াখালী/পিরোজপুর/রংপুর/রাজবাড়ী

অনুলিপি:

১.সচিব,কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২.আঞ্চলিক পরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর,চট্টগ্রাম অঞ্চল/বারশাল অঞ্চল/ রংপুর অঞ্চল/ ঢাকা অঞ্চল।
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষ অফিসার সুবর্ণচর, নোয়াখালী/মঠবাড়ীয়া, পিরোজপুর/সদর, রংপুর/সদর, রাজবাড়ী।
৪.অফিস কপি।